দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসির ফল বিপর্যয়ে ২০১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিস

তিন সদস্যের কমিটি গঠিত

■ মোঃ লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

দেশের ১০টি শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে এবারের এইচএসসি'র ফলাফলে সর্বনিম্ন ফলাফল করেছে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড। এ বোর্ডের এইচএসসির ফল বিপর্যয়ের বিষয়টি খোদ প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এ ফলাফল কেন খারাপ হলো এর কারণ জানতে চেয়ে গত মঙ্গলবার ২০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নোটিস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং একই সঙ্গে পাসের হার মুল্যায়নসহ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য বোর্ডের কলেজ পরিদর্শককে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, এ বছর কুমিল্লা বোর্ডের অধীন ছয় জেলার ৩৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক লাখ ৩৭২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে মাত্র ৪৯ হাজার ৭০৪ জন। গড় পাসের হার ছিল ৪৯.৫২ শতাংশ। ফেল করা ৫০.৪৮ শতাংশ পরীক্ষার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র ইংরেজি বিষয়ে ৩৭.৯৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে।

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড

গত রবিবার ফলাফল গ্রহণকালে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে। সূত্র জানায়, মঙ্গলবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফলাফল পর্যালোচনায় ৪৯.৫২ শতাংশের নিচে ফেল করা ২০১টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে এবং ফলাফল খারাপ হওয়ার কারণ ও ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে জানতে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিকট পরামর্শ চেয়ে চিঠি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোর্ডের অধীন জেলাওয়ারী ফলাফল খারাপ করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে- কুমিল্লার ৮৯টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২৩টি, লক্ষ্মীপুরের ১৭টি, চাঁদপুরের ২৬টি, ফেনীর ২২টি ও নোয়াখালীর ২৪টি।

বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ফল বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পাসের হার মূল্যায়ন ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য গত মঙ্গলবার বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর জামাল আবু নাসেরকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অপর দুজন হলেন- বোর্ডের উপ-কলেজ পরিদর্শক বিজন কুমার চক্রবর্তী ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হাবিবুর রহমান। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর মোঃ আবদুস ছালাম জানান, যেসব প্রতিষ্ঠান বোর্ডের গড় পাসের চেয়ে ফলাফল খারাপ করেছে এসব প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ১৫ দিনের সময় দিয়ে ফল খারাপ করার কারণ এবং ভবিষ্যতে এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য পরামর্শ জানতে চেয়ে চিঠি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চিঠির জবাব প্রাপ্তির পর তা মূল্যায়নসহ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য বোর্ডের কলেজ পরিদর্শককে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...................
তারিখ...................
চীফ. পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে